দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 JAN 1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

007

মফস্বলের কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষার্থীদের ভিড়

।।জালালউদ্দিন আহমেদ।।

নকলের সুযোগ গ্রহণের জন্য রাজধানী ও জেলা শহরের অনেক ডিগ্রী পরীক্ষার্থী মফস্বলে ভিড় জমাচ্ছে। ইতিমধ্যেই ১৯৮৯ সনের ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে জেলা শহরের অধিকাংশ কলেজ থেকে টিসি নিয়ে বহু ছাত্র-ছাত্রী গ্রামের কলেজে পরীক্ষা দেয়ার জন্য ভর্তি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৪০টি কলেজ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। উল্লেখ্য, আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত কলেজ বদলের সময় রয়েছে।

এদিকে গ্রামের কলেজগুলো এই সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর শিক্ষক টু-পাইস কামাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই এভাবে মফস্বলে ভিড়

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার্থীদের ভিড়

(প্রথম পৃঃ পর)

জমানোর ফলে জেলা শহরের বিশিষ্ট কলেজগুলোতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। ডিগ্রী পরীক্ষার কেন্দ্র রয়েছে গ্রামের এমন সব কলেজে সিট সংকুলান সমস্যা দেখা দিয়েছে।

এ অনিয়মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নজরেও এসেছে। ১৯৮৮ সনে নবেম্বরে ডিগ্রী পরীক্ষার শুরুর প্রাক্কালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস থেকে এক সার্কুলার পাঠানো হয়েছে। সার্কুলারে বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ছাড়া যে সকল ছাত্রছাত্রী কলেজ পরিবর্তন করবে তাদের পরীক্ষাদানের অনুমতি বাতিল করা হবে। সার্কুলারে আরও বলা হয় এভাবে গত বছরে (১৯৮৮ সনে) প্রায় তিনশ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার অনুমতি বাতিল করা হয়।

বিভিন্ন জেলা শহরের কলেজের শিক্ষকদের মতে, বিশেষ সুবিধার আশাতেই টেস্ট পরীক্ষার প্রাক্কালে শহর থেকে পরীক্ষার্থীরা গ্রামাঞ্চলের কেন্দ্রগুলিতে ভিড় করছে। এমনকি অভিভাবকগণও নানান অজুহাত দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের টিসি নেয়ার পক্ষে সুপারিশ করেছেন। নবেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত টিসি নেয়ার হিড়িক পড়ে। তবে, গত তিন বছর ধরে কলেজ পরিবর্তনের ব্যাপকতা বেড়ে গেছে। কারণ জেলা শহরের কলেজগুলোর তুলনায় উপজেলা কলেজগুলোর ফলাফল ভালো হচ্ছে। এর কারণ একটাই। আর তা হচ্ছে উপজেলা কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক নকলের সুযোগ।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ১৯৮৮ সনের ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় প্রায় ৬২টি মফস্বল কেন্দ্রেই শহর থেকে আগত পরীক্ষার্থীদের ভিড় দেখা গেছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৮ সনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষায় ৮২ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৭ হাজার ছিল বহিরাগত (প্রাইভেট) পরীক্ষার্থী। ১৯৮৭ সনের তুলনায় পরীক্ষার্থীর বৃদ্ধির হার প্রায় ৪২ ভাগ। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত তিন বছরের এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, শতকরা ৮০ ভাগ বহিরাগত পরীক্ষার্থী শহর ছেড়ে মফস্বলের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কলেজ থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

অভিযোগে জানা যায়, কতিপয় কেন্দ্রে নকল ধরার পরিবর্তে নকলে সহায়তা করা হয়। এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক এতে জড়িত থাকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গোচরীভূত হবার পরেও কোন ইনভেজিলেটর কিংবা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোর বিরুদ্ধে অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। তবে, এবারের অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষার তিনটি কেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাতিল করেছে।